



# ফেডারেশন বার্তা



নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র  
(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৯

অল্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং

ফেব্রুয়ারী-২০১৭/২৫৬০—বুঙ্গাব্দ

## আমাদের কথা

### আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ও বাঙালি বৌদ্ধ

২০০১ সালের জনগণনা সমীক্ষা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের এক চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। ধর্মভিত্তিক সেই বিন্যাস নিম্নরূপ

ধর্ম	সংখ্যা	%
সব ধর্মীয় জাতি একত্রে	১,০২৮,৬১০,৩২৮	১০০.০
হিন্দু	৮২৭,৫৭৮,৮৬৮	৮০.৫
মুসলিম	১৩৮,১৮৮,২৪০	১৩.৪
খ্রীষ্টান	২৪,০৮০,০১৬	২.৩
শিখ	১৯,২১৭,৭৩০	১.৯
বৌদ্ধ	৭,৯৫৫,২০৭	০.৮
জৈন	৪,২২৫,০৫৩	০.৪
অন্যান্য	৬,৬৩৯,৬২৬	০.৬
ধর্ম উল্লেখ নেই	৭২৭,৫৮৮	০.১

এই গণনায় দেখা যায় যে সংখ্যা গত ভাবে ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের স্থান পঞ্চম। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ তারপর বৌদ্ধ। ধর্ম ভিত্তিক গণনার এই তথ্য ভারতীয় নাগরিকরাই গণনার সময় দিয়ে থাকে। বৌদ্ধদের সাথে হিন্দুদের চেহারাতে অথবা পোষাকে কোন পার্থক্য নেই। তাই যেসব গণনাকারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তারা হয় ভুল করে নয়তো নিজেদের কাজের সুবিধার্থে ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করেই হিন্দু শব্দটি বসিয়ে দেয়। ফলতঃ বৌদ্ধদের সঠিক সংখ্যা এই গণনায় প্রতিফলিত হয় না। এমনিতেই সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায় সমীক্ষায় আরো লঘুতর হয়ে প্রতিভাত হয়।

বৌদ্ধদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে (৫৮.৩%)। কর্ণাটকে বৌদ্ধদের সংখ্যা ৩.৯ লক্ষ, উত্তর প্রদেশে ৩.০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ২.৪ লক্ষ, এবং মধ্যপ্রদেশে ২.০ লক্ষ। তিনটি রাজ্য সিমিক, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামে অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধদের বাস। শতকরা হিসেবে যথাক্রমে ২৮.১, ১৩.০ এবং ৭.৯। মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যের বৌদ্ধরা মূলতঃ আশ্বেদকর পন্থী। তারা হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারে তিত্তিবিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা ঐ ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পৌন্ডররা, যারা মূলতঃ আশ্বেদকর পন্থী, তারা বলে থাকে যে বৌদ্ধযুগে তারা সবাই বৌদ্ধ ছিল। এখন তাদের বোধোদয় হয়েছে এবং তারা ঘরে ফিরছে। সব আশ্বেদকর পন্থীরাই এই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

৫ \ তিাচ নশচ্যাতক

## নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের কার্যকরী কমিটি সাধারণ পরিষদ ও পূর্নগঠন

“নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন” তথা “All India Federation of Bengali Buddhists”-এর ২০১৬-২০১৯ কার্যকালের জন্য ৩৪ জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ এবং ২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন—

সভাপতি—ড. ব্রহ্মাভ প্রতাপ বড়ুয়া (সপ্টলেক)।

সহ-সভাপতিগণ—শ্রী আশিষ বড়ুয়া (গড়িয়া), শ্রী আশিষ বড়ুয়া (পটারি রোড), ক্যাপ্টেন (তীশ রঞ্জন বড়ুয়া (ঢ্যাংরা), শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া (সপ্টলেক), শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া (টালিগঞ্জ)।

সাধারণ সম্পাদক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া (নিউ টাউন)।

সম্পাদকগণ—শ্রী দীপক চৌধুরী (লেনিন সরণী), শ্রী পিনাকী বড়ুয়া (সুভাষগ্রাম), শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (পটারি রোড), শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, (পটারি রোড)।

সহ-সম্পাদকগণ—শ্রী বিনয়ভূষণ বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট.), শ্রী ধ্রুবজ্যোতি বড়ুয়া (লেকটাউন)।

কোষাধ্য—শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া (পটারি রোড)।

সদস্যবৃন্দ—ভদন্ত বুদ্ধরতি মহাস্থবির( শ্রীমতি সুখমা বড়ুয়া (তেঘড়িয়া), শ্রী সুভাশীষ বড়ুয়া (রাজচন্দ্রপুর), শ্রী দিলীপ সিংহ (বেদিয়াপাড়া), শ্রী সজল বড়ুয়া (টালিগঞ্জ), শ্রী গোপাল বড়ুয়া (জানবাজার), শ্রীমতি সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী (বেলুড়), শ্রী গোপাল চন্দ্র বড়ুয়া (দুর্গাপুর), ড. রতনশ্রী মহাস্থবির (দমদম ক্যান্ট), শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া (পটারি রোড), শ্রী রনজিৎ কুমার বড়ুয়া (খড়দহ)।

সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন— শ্রী আশীষ বড়ুয়া (হাজরা বাগান), শ্রী দেবপ্রিয় বড়ুয়া (গড়িয়া), শ্রীমতি সবিতা বড়ুয়া (সোদপুর), শ্রী পার্থ বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট), শ্রীমতি তপতী মুৎসুদি (নিউটাউন) শ্রী অমর কান্তি বড়ুয়া (হৃদয়পুর), শ্রী রাখল বড়ুয়া (বাগুইআটি), শ্রী সুরত বড়ুয়া (দিল্লী), শ্রী তপন মুৎসুদি (মালবাজার)।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল [www.aifbb.org](http://www.aifbb.org)। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র ‘ফেডারেশন বার্তা’ এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তির সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

## আমাদের কথা ১ম পাতার পর

কথা বলে। তারা বলে এটা তারে 'ঘরওয়াপসি'। বর্তমানে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের মূল সংখ্যা তারাই। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মতো একদম উৎপাটিত হয়েছিল। বোধগয়া, সারণাথ, সাঁচী, অজন্তা-ইলোরা, প্রভৃতি সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র গুলিই জনমানব শূন্য পরিত্যক্ত হয়েছিলো। সেখানে ধীরে ধীরে আস্তানা গেড়েছিল অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা। বৌদ্ধক্ষেত্রগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে। এমন কি মূল মহাবোধি বিহার যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিলাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেটাও এখন হিন্দু মোহাস্তদের দখলে। মন্দির পরিচালনা কমিটিতে বৌদ্ধরা থাকলেও তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়। বিশ্বের তাবৎ বৌদ্ধদের মূল তীর্থক্ষেত্রের ভাগ্য এখন এইরকম। ভারত সরকার নিঃশুচুপ। বৌদ্ধধর্মের সেই সঙ্কটময় সময়ে যখন ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধরা বিতাড়িত হচ্ছিল, বৌদ্ধদের একটা অংশ আশ্রয় নিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিপত্তিশালী কালিন্দীর রাজ্যে। তারা সেখানে আশ্রয় পেয়েছিল, পেয়েছিল নিরাপত্তা। মুসলমান রাজাদের জয়যাত্রা কালিন্দী রাজ্যের সীমানায় এসে থমকে গিয়েছিল। দীর্ঘ দুইশত বছর তারা সেখানেই আবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ রাজত্বকালে, ধর্মীয় সহনশীলতার বাতাবরণ সৃষ্টি হলে, সেই মুষ্টিমেয় বাঙালি বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ভারতে এরকম সঙ্কটময় সময়েও বৌদ্ধধর্ম আপন জয় পতাকা উড়িয়ে চলেছিল বাইরের দেশগুলিতে। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, কম্পোডিয়া, চিন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এর বিস্তার ছিল অব্যাহত। মিয়ানমারে এই ধর্ম তখন জাতীয় ধর্ম; থাইল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা-তিব্বতের প্রভৃতি রাজ্যের পরিচিতিই এই ধর্ম নিয়ে। চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামে এই ধর্মের চর্চা নিষ্ঠুর সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নয়, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও এই ধর্ম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পরতে শুরু করেছে। যুক্তিবাদী মানুষ এর গ্রহণ যোগ্যতা উপলব্ধি করেছে। বহু সাধনা কেন্দ্র গড়ে উঠছে। কর্মব্যস্ত মানুষেরা সপ্তাহান্তে সেখানে গিয়ে সাধনা করেন। বুদ্ধের বাণী আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেন।

আত্মদকরের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কারণ হিন্দু ধর্মে জাতপাতের বিভাজন, অস্বাজ সম্প্রদায়ের প্রতি অমানবিক আচরণ, ব্রাহ্মনদের কায়েমি স্বার্থ, এই সমস্ত কিছুকে আঘাত করা। নাগপুরের একলক্ষ মানুষকে সাথে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ছিল এক আন্দোলন। সেই আন্দোলনের ফল ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ। অস্বাজ শ্রেণীর মানুষেরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে সর্ব সমক্ষে। এখন ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের এরই মূল শক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেওয়া আদি বৌদ্ধরা সংখ্যায় অতি নগন্য। মোট জনসংখ্যার ০.০২ শতাংশ মাত্রা অথচ এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের সংখ্যা ০.৮ শতাংশ। তাহলে অবশিষ্ট বৌদ্ধসংখ্যার অনেকটাই ধারণ করছে এই আত্মদকর পন্থী নব-বৌদ্ধরা। এই নামেই তারা পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরেও তারা তাদের পূর্বতন তপশিলী অধিকার বর্জন করেনি। তারা নিজেরাই নিজদের নব-বৌদ্ধ পরিচিতি বহন করছে।

পাশাপাশি আরেক দল মানুষ আছে যারা ধর্মের কচকচানিতে বিশ্বাস করেন। ধর্মীয় আচরণ যাদের কাছে মূল্যহীন। যুক্তিবাদী মানবিকতাই যাদের কাছে শেষ কথা। তারা কোন ধর্ম মানেনা। এমন মানুষেরা সকলেই কিন্তু গৌতম বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করে। তাঁকে ধর্মগুরু হিসাবে মান্যতা দেওয়ার থেকে অনেক বেশি মান্যতা দেয় মানুষ হিসেবে। তারা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মনে করে। তার বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি নির্ভর কথা তারা গ্রহণ করে। তাদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মের কোন আচরণ পালন করেননা। কিন্তু নিয়মিত বিপশ্যনা চর্চা করেন। বুদ্ধের কথা যিনি শোনে, সেই কথা যিনি পালনযোগ্য

বলে মনে করেন, এবং যিনি তা পালন করেন তিনিই বৌদ্ধ। মন্ত্রপড়ে দীক্ষা না-নেওয়ার কারণে তাকে বৌদ্ধ বলা যাবেনা—একথা ঠিক হতে পারেনা।

তাই সমীক্ষায় বৌদ্ধধর্ম হ্রাস পাওয়ার কথা বলা হলেও আসলে সত্যিই কি বুদ্ধের অনুসরণকারীদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান? বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম। জ্ঞানী মানুষেরাই এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। তারা এর চর্চা করে। সাধারণ মানুষেরা নিয়ম রক্ষার মতন বুদ্ধপূজা করে, মন্ত্রোচ্চারণ করে, মোমবাতি জ্বালায়, শীল গ্রহণ করে। সংখ্যাগত ভাবে তারা সকলেই বৌদ্ধ। বুদ্ধের দর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও তারা বুদ্ধের অনুরাগী। এই বৌদ্ধ আমজনতার সংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পায়নি। পরিসংখ্যান বলছে বৌদ্ধ আনজনতার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। শুধু বৌদ্ধ নয় মুসলিম বাদ দিয়ে সব ধর্মের মানুষের সংখ্যাই হ্রাস পাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ, যারা বাস্তববাদী, যারা বিজ্ঞান মনস্ক, আচার সর্বস্ব ধর্ম চর্চায় যারা বিশ্বাস করেনা, বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞানে তারা আকৃষ্ট হয়েছে। বুদ্ধের মতামতের সারবত্বায় সহমত হয়ে তার অনুসরণে রত হয়েছে। সেইসব দশে গড়ে ওঠা রিট্রিট বা ধ্যানকেন্দ্রে গিয়ে সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলোয় বিপশ্যনা চর্চা করছে। অভিধর্মের পাঠ নিচ্ছে। আর নির্মল জীবন যাপন করছে। তাই পরিসংখ্যানে বৌদ্ধ ধর্মান্বয়ীদের সংখ্যা হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিত্রটা ঠিক এমন নয়। প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালি বৌদ্ধদের অবস্থা যতটাই করুণ হোক না কেন, শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা যতই ধর্মবিমুখ হোকনা কেন, পৌরহিত্য করার জন্য ভিক্ষুর যতই অভাব হোক না কেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কোন দাগ পারেনা। কারণ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বাঙালি বৌদ্ধদের কোন অবস্থানই নেই। এই সত্যজ্ঞান বাঙালি বৌদ্ধরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে ততই তাদের নিজেদের মঙ্গল।

## ব্রাত্য বসুর নতুন নাটক বুদ্ধকে নিয়ে পলিটিক্যাল থ্রিলার—'অনুশোচনা'

ব্রাত্য বসু রচিত 'অনুশোচনা' নাটক গত ২৬শে জানুয়ারী প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হল প্রাচ্যর নাট্য উৎসবে। এই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের মূল কাহিনী হল—শৈশব থেকে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্ত প্রায় একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে সিদ্ধার্থ অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু দেবদত্ত তা পারেনি। এজন্য সে ঈর্ষান্বিত। তার চাই যশ ও প্রতিপত্তি। এই কারণে বুদ্ধকে সরানোর জন্য সে অজাত শত্রুর সঙ্গে জোট বেঁধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে। শেষ জীবনে সে বুঝতে পারে নিজের ভুল এবং দক্ষ হয় তীব্র অনুশোচনায়। এজন্য এই নাটকের নাম দেওয়া হয় 'অনুশোচনা'।

### ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সম্পাদক—শ্রী আশিস বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, সদস্যবৃন্দ—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, প্রকাশক—ড. সূজিত কুমার বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

## বিদর্শন শি(১) কেন্দ্রে কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও মধ্যকলকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ “সংঘরাজের বিহার” তথা “বিদর্শন শি(১)কেন্দ্রে” ৩০-তম কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান চিরাচরিত ভাবগঞ্জীর পরিবেশে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন হল বিগত ১৬ই নভেম্বর ২০১৬ (রবিবার)। সংস্থার অধ্য( বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধর(িত মহাস্থবির এবং সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া ঐকান্তিক আগ্রহে এবং মাননীয় আবাসিক ভি(গণ তথা আপামর উপাসক-উপাসিকাদের প্রচেষ্টায় সারাদিন পর্যায়ক্রমে অষ্টপরিষ্কার সহ সংঘদান, বুদ্ধকীর্তন পরিবেশন এবং বাঙালি বৌদ্ধ মহিলা ফেরামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের পর বিকাল ৪টায় চীবর এবং অন্যান্য দানীয় বস্ত্রসামগ্রীসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নগর পরিত্র(মার শেষে বিহারে উপস্থিত হয়। অতঃপর ২৫জন ভি(শ্রমণের উপস্থিতিতে শু( হয় ধর্মসভা সহ চীবর দান পর্ব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ বিনয়শ্রী মহাস্থবীর, প্রধান অতিথি স্থানীয় এটালি বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রীস্বর্ণকমল সাহা, মুখ্যবক্ত( ছিলেন কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের পূর্বতন বিচারপতি শ্রী অ(গোভ বড়ুয়া, অন্যান্য বক্ত(গণ ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধর(িত মহাস্থবির, শ্রীমতি দিপালী দাস পৌরমাতা, শ্রী সন্দীপন সাহা পৌরপিতা, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড, ড. বি. পি. বড়ুয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজের আদর্শ প্রবীণ ব্যক্তি(দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মানিতরা হলেন— শ্রীমতি রেখা তালুকদার (দমদম ক্যান্ট), শ্রীমুক্তি বিকাশ বড়ুয়া (তেঘরিয়া), শ্রীমতি দিপীকা বড়ুয়া (পটারি রোড)। অনুষ্ঠানের শেষে দুঃস্থদের বস্ত্রদান করা হয়।

## বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল কঠিন চীবর দান

হাওড়া ২৯শে অক্টোবর, হাওড়া জেলার মধ্য জয়পুর বিলে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশনে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল কঠিনচীবর দানোৎসব।

এই বিহার প্রাঙ্গণে সাঁত্রাগাছির শ্রীমাখন বড়ুয়া ও শ্রীস্বপন বড়ুয়া কর্তৃক ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতিষ্ঠিত করেন ৪৫ ফুট বিরাট সুশোভিত বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তি এই অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এটি দেখার জন্য এই দিন প্রচুর লোক সমাগম হয়।

এই দিনের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ দিকপাল মহাথের, সভায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীদিলীপ বড়ুয়া; প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাথের। সম্মানিত অতিথি হিসাবে সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীবিকাশ বড়ুয়া, নিখিলভারত বাঙ্গালী বৌদ্ধসংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সামিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীআশিস বড়ুয়া এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রীমৎ বি. আর্থপাল ভিক্ষু।

## অরুণাচল সফর করলেন কর্মপা

গুয়ায়াটি ১৯শে নভেম্বর, পাঁচ দিনের সফরে প্রথমবার অরুণাচল প্রদেশে এলেন সপ্তদশ কর্মপা ওগিয়েন ট্রিনলে দোর্জি। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা অমিতাভ মাথুর। কর্মপা তাওয়াংয়ের দুইটি বৌদ্ধ মঠে প্রার্থনায় অংশ নেন। তারপর তিনি গমন করেন দিরাং ও বমডিলার বৌদ্ধ মঠের উদ্দেশ্যে। গমনের পথের দুই পার্শ্বের স্থানীয় সরকারী আমলাদের পাশাপাশি তাওয়াংয়ের আমজনতা শারির্ষিকভাবে কর্মপাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

কর্মপা হলেন দলাই লামার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুরু। সম্প্রতি দলাই লামার অরুণাচল সফরে ভারত সবুজ সঙ্গত দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল বেজিং।

## উত্তরবঙ্গে কঠিন চীবরদান

### বরণ বিকাশ বড়ুয়া

সূত্র অনুসারে ১৯৫৬ ইং থেকে উত্তরবঙ্গে কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু হয়। সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রমে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক শ্রীমৎ অতুল সেন মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় কোলকাতা থেকে মাননীয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে আমন্ত্রণ করে এনে কঠিন চীবর দানোৎসব হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর এই ভাবেই চলেছিল। পরবর্তীতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, ফলে ভিক্ষুসঙ্ঘ ও বৃদ্ধি পেল। এইভাবে উত্তরবঙ্গের ভিক্ষু দ্বারাই কঠিন চীবর দান উৎযাপিত হতে থাকল, উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধভিক্ষু পরিষদ গঠিত হল শ্রীমৎ অতুল সেন মহাস্থবিরের প্রয়াণের পর। ফলে প্রায় ১০/১২ জনেরও অধিক ভিক্ষু শ্রমণের উপস্থিতিতে প্রতি বছর প্রায় সকল বিহারেই কঠিন চীবর দান হতে লাগল। কোন কোন অনুষ্ঠানে কোলকাতা, আসাম, বাংলাদেশ থেকেও ভিক্ষুদের যোগদান পরিলক্ষিত হয়েছে। বেশ ভালই চলছিল এই উৎসব, বিল্লাগুড়ি বৌদ্ধমৈত্রী বিহারে প্রতি বছর সর্বশেষ কঠিন চীবর দানোৎসব হতো। অনেক অনেক ভক্তদের সমাবেশ হতো, আর একমাস সময়ের মধ্যে এক একদিন এক এক বিহারে কঠিন চীবর দান হতো, উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে উপাসক/ উপাসিকারা যোগদান করত, ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা বিভাজিত হওয়ার কয়েকবছর পর ঐ প্রভাব উত্তরবঙ্গেও প্রবেশ করল। ফলে উত্তরবঙ্গেও ভিক্ষুদের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হল। গত ২০১৫ সালে একই দিনে দুটো বিহারে কঠিন চীবর দান হল (নাগরাকাটা বুদ্ধজয়ন্তী বিহার এবং শিলিগুড়ি বিদর্শন ধ্যান আশ্রম হায়দারপাড়া) এ ধরনের অনুষ্ঠান আগে কখনও হয়নি। ফলে ভিক্ষুরা যেমন বিভক্ত হয়ে গেলেন অনুরূপভাবে উপাসক, উপাসিকারাও দুভাগ হয়ে গেল। এবার ২০১৬ সনেও একইরকম ভাবে অনুষ্ঠান হল অর্থাৎ একই দিনে। বিল্লাগুড়ি মৈত্রীবিহারে অন্তিম দিনের পরিবর্তে আগেই অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর দান হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গের ভিক্ষুদের মধ্যে ফরা বুদ্ধশ্রী মহাস্থবির আর শ্রীমৎ জিনসেন মহাস্থবির এবং কোলকাতা ও বুদ্ধগয়া থেকে আগত শ্রীযুক্ত হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, শ্রীমৎ ভিক্ষু আনন্দ, শ্রীং শাসন পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের উপস্থিতির হার অন্যান্য বারের চাইতে অনেক কম ছিল। বুদ্ধজয়ন্তী বিহারেও উত্তরবঙ্গের ভিক্ষুরা যোগদান করেন নি, বহিরাগত ভিক্ষুদের দ্বারা কঠিন চীবর দান হয়েছিল। বাকী শিলিগুড়ি বুদ্ধভারতী, হায়দারপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রম, ডামডিম শান্তি নিকেতন বোধিসভা, উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রম মালবাজারের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের সকল ভিক্ষুরাই যোগদান করেছিলেন শুধুমাত্র শ্রীমৎ ফরা বুদ্ধশ্রী ছিলেন না। এই অনুষ্ঠানে বৌদ্ধকল্যাণ পরিসেবার বাৎসরিক অনুষ্ঠানও হয়েছিল, সংস্থার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক , এম.এ. ইঞ্জিনিয়ারিং, যোগাসন ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তীর্ণ মোট ৩৫জন ছাত্র/ছাত্রীকে শংসাপত্র, মোমেন্ট, পুস্তকাদি দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। সাথে ২০১৬ সালে যোগাসনে ভারত শ্রেষ্ঠ কুমারী জাগৃতি বড়ুয়া, পিতা প্রশান্ত বড়ুয়া, মাতা মুনমুন বড়ুয়াকে মানপত্রের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটা জেতবন বিহার, ময়নাগুড়ির বৌদ্ধশান্তি বিহার, আলিপুরদুয়ার বৌদ্ধ তপোবন বিহার, হ্যামিলটনগঞ্জ পূণ্যজ্যোতিবিহার, জয়গাঁ অতীশ দীপঙ্কর বিহারে কঠিন চীবর দান হয়।

২০শে নভেম্বর উত্তরবঙ্গের প্রবীণতম গঙ্ঘমাদন বিহার দার্জিলিংয়ে সঙ্ঘদান ও চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মধীরো মহাথের নেতৃত্বে এবং আলোক বড়ুয়ার পরিচালনায়—অতীত সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। মালবাজার থেকেও প্রায় ২৫/৩০ জন উপাসক/উপাসিকা যোগদান করে থাকেন।

## বিদর্শন ভাবনা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের “ধর্মগঙ্গায়” আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

### দশদিনের ধ্যান শিবির—

- ১লা—১২ই, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
- ১৫ই—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
- ১৫ই—২৬শে মার্চ, ২০১৭
- ২৯শে মার্চ—৯ই এপ্রিল, ২০১৭
- ১২ই—২৩শে এপ্রিল, ২০১৭
- ২৬শে এপ্রিল—৭ই মে, ২০১৭
- ১৭ই—২৮শে মে, ২০১৭

### এক সপ্তাহের ধ্যান শিবির—

- ১লা—৯ই মার্চ, ২০১৭

### তিনদিনের ধ্যান শিবির—

- ১১ই—১৪ই মার্চ, ২০১৭

### একদিনের ধ্যান শিবির—

- ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
- ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
- ৯ই এপ্রিল, ২০১৭
- ২৩শে এপ্রিল, ২০১৭
- ১৪ই মে, ২০১৭

### শিশুদের একদিনে ধ্যান শিবির—

- ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
- ২৬শে মার্চ, ২০১৭
- ২৩শে এপ্রিল, ২০১৭

যোগাযোগ :

ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ০৩৩-২২৩০৩৬৮৬, ০৩৩-২৩৩১১৩১৭  
e-mail: injo@ganga.dhamma.org

## ধর্মশালা হল হিমাচল প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী

সিমলা ২০শে জানুয়ারি, হিমাচল বাসী পেল তাদের রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। সিমলার পাশাপাশি ভারতের এই পার্বত্য রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর নাম ‘ধর্মশালা’। নতুন রাজধানীর নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন—ধর্মশালার গুরুত্ব অপারীসীম। হিমাচল প্রদেশের ইতিহাসে ইহার বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। ভারতে তো বটেই সারা বিশ্বও চেনে ধর্মশালাকে। তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার বাসস্থান। বছরের নানা সময়ে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে বহু মানুষ তার কাছে আসেন। আসা-যাওয়া করেন বহু বিদ্বান ব্যক্তিত্বও। তাই তাকে হিমাচল প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করা হল।

ধর্মশালার সঙ্গে যুক্ত চারটি জেলা—কাংরা, ছাম্বা, হাম্পির এবং উনা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে কাজের সূত্রে এখনকার বহু মানুষকে সিমলা যেতে হয়। ধর্মশালাকে রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও ঘটবে। তাছাড়া ধর্মশালায় রয়েছে একটি বিধান সভাও। ২০৬ সালে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়। এই বিধানসভায় ১২টি শীতকালীন অধিবেশনও বসেছে।

## রঙ্গপট যাদবপুর নাট্যমেলায় মঞ্চস্থ করল ‘তথাগত’ নাটক

সুস্থ চিন্তাকে মঞ্চে প্রতিফলিত করার জন্য ‘যাদবপুর আড়িয়ান’ নিরঞ্জন সদনে (বিজয়গড়) ‘যাদবপুর নাট্যমেলা আয়োজন করে, গত ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর। এই নাট্যমেলায় ২১শে ডিসেম্বর রঙ্গপট নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করে ‘তথাগত’ নাটক। এই নাটক রচনা করেন ডাঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই নাটক ছিল গবেষণাধর্মী। ইতিহাসের আঙ্গিনায় মানুষের চলমান সভ্যতার মিছিলে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে আলোক বর্তিকার মত কিছু কিছু মহামানব আবির্ভূত হন ধরাধামে, পথ প্রদর্শক হিসাবে। মহামানব বুদ্ধ হলেন সেইরূপ উত্তরণকারী একজন মহাপুরুষ। এই মহামানবের জীবন কাহিনি নিয়ে মৃত্যুর আগে ডাঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন ‘তথাগত’ নাটক। এই নাটকে বুদ্ধের জীবন পরিক্রমা নাট্যকার শুরু করেন সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগের পর থেকে। মুখ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন সেজুতি মুখার্জি ও সঞ্জীব সরকার।

এই নাটক রচনা করার সময়ে লেখক যে সকল বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন সেইগুলি হল—মহাবল্ল, বিনয়পিটক, সুওনিপাত, মজ্জিম নিকায়, দীর্ঘনিকায়, সম্মুত্তনিকায়, মহাবংশ, জাতক, খেরীগাথা, আঞ্জলি মাল ও বুদ্ধচরিত ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ। এছাড়াও যে সকল লেখকের বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বানী বসু, সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, শাহাদ ফিরদৌস, আর. ডেভিড, এ সুব্রমনিয়াম, এ ফাউচার, সুপ্রিয়া রায়, আনন্দ শর্মা প্রমুখ লেখকগণের লেখা।

এই নাটক প্রয়োজনার প্রস্তুতিতে যে সব ব্যক্তি ও সংস্থা নানাভাবে সাহায্য করেছে সেইগুলি হল ভারত সংস্কৃতি মন্ত্রক, বুদ্ধগয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার, মহাবোধ বুক এজেন্সি, সহজিয়া, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, ডঃ বয়সম্বোধি ভিক্ষু, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নিমুত বড়ুয়া, সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায় আরও অনেক।

## তিন দশক পরে বাংলাদেশে কোনও হিন্দু থাকবে না

ঢাকা ১৯ নভেম্বর, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে এক ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাতের ‘বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি’ শীর্ষক এক গবেষণায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ দশকে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ। ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন হিন্দু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিদিন দেশ ছেড়েছেন ৬৩২ জন। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে আগামী দু-তিন দশক পরে বাংলাদেশে হিন্দু থাকবে না। গত ১৯ নভেম্বর শনিবার এই গবেষণা পত্র ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন—গবেষক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সাহেব।

## বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য  
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় : প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

### স্থান : বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫  
বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

## Vipassana Meditation-as taught in the tradition of Sayagyi U Ba Khin

The technique of Vipassana is a simple, practical way to achieve real peace of mind and to lead a happy, useful life. Vipassana means "to see things as they really are"; it is a logical process of mental purification through self-observation.

From time to time, we all experience agitation, frustration and disharmony. When we suffer, we do not keep our misery limited to ourselves; instead, we keep distributing it to others. Certainly this is not a proper way to live. We all want to live at peace within ourselves, and with those around us. After all, human beings are social beings: we have to live and interact with others. How, then, can we live peacefully? How can we remain harmonious ourselves, and maintain peace and harmony around us?

Vipassana enables us to experience peace and harmony: it purifies the mind, freeing it from suffering and the deep-seated causes of suffering. The practice leads step-by-step to the highest spiritual goal of full liberation from all mental defilements.

**Historical Background :** Vipassana is one of India's most ancient meditation techniques. It was rediscovered 2500 years ago by Gotama the Buddha, and is the essence of what he practiced and taught during his forty-five year ministry. During the Buddha's time, large numbers of people in northern India were freed from the bonds of suffering by practising Vipassana, allowing them to attain high levels of achievement in all spheres of life. Over time, the technique spread to the neighbouring countries of Myanmar (Burma), Sri Lanka, Thailand and others, where it had the same ennobling effect.

Five centuries after the Buddha, the noble heritage of Vipassana had disappeared from India. The purity of the teaching was lost elsewhere as well. In the country of Myanmar, however, it was preserved by a chain of devoted teachers. From generation to generation, over two thousand years, this dedicated lineage transmitted the technique in its pristine purity.

In our time, Vipassana has been reintroduced to India, as well as to citizens from more than eighty other countries, by S.N. Goenka. He was authorized to teach Vipassana by the renowned Burmese Vipassana teacher, Sayagyi U Ba Khin. Before he died in 1971, Sayagyi was able to see one of his most cherished dreams realized. He had the strong wish that Vipassana should return to India, the land of its origin, to help it come out of its manifold problems. From India, he felt sure it would then spread throughout the world for the benefit of all mankind.

S.N. Goenka began conducting Vipassana courses in India in 1969; after ten years, he began to teach in foreign countries as well. In the thirty-five years since he started teaching, S.N. Goenka has conducted many ten-day Vipassana courses, and trained over 800 assistant teachers who have conducted many courses worldwide. In addition, many Centres have been established

in India for the exclusive practice of Vipassana. Centres for exclusive practice have been established across the world as well. The invaluable gem of Vipassana, long preserved in the small country of Myanmar, can now be practiced in many places throughout the world. Today ever-increasing numbers of people have the opportunity to learn this art of living which brings lasting peace and happiness.

In the past, India had the distinction of being regarded as a World Teacher. In our time, the Ganges of Truth is once again flowing out from India to a thirsty world.

**The Practice :** To learn Vipassana it is necessary to take a ten-day residential course under the guidance of a qualified teacher. The courses are conducted at established Vipassana Centres and other places. For the duration of the retreat, students remain within the course site, having no contact with the outside world. They refrain from reading and writing, and suspend any religious practices or other disciplines. They follow a demanding daily schedule which includes about ten hours of sitting meditation. They also observe silence, not communicating with fellow students; however, they are free to discuss meditation questions with the teacher and material problems with the management.

There are three steps to the training. First, the students practice abstinence from actions which cause harm. They undertake five moral precepts, practicing abstinence from killing, stealing, lying, sexual misconduct and the use of intoxicants. The observation of these precepts allows the mind to calm down sufficiently to proceed with the task at hand. Second, for the first three-and-a-half days, students practice Anapana meditation, focusing attention on the breath. This practice helps to develop control over the unruly mind.

These first two steps of living a wholesome life and developing control of the mind are necessary and beneficial, but are incomplete unless the third step is taken: purifying the mind of underlying negativities. The third step, undertaken for the last six-and-a-half days, is the practice of Vipassana: one penetrates one's entire physical and mental structure with the clarity of insight.

Students receive systematic meditation instructions several times a day, and each day's progress is explained during a taped evening discourse by S.N. Goenka. Complete silence is observed for the first nine days. On the tenth day, students resume speaking, making the transition back to a more extroverted way of life. The course concludes on the morning of the eleventh day. The retreat closes with the practice of metta-bhavana (loving-kindness or good will towards all), a meditation technique in which the purity developed during the course is shared with all beings. Pictorial representation of a 10 day retreat at Dhammagiri.

**The Courses :** Vipassana courses are held regularly at permanent centres and rented sites in different coun-

tries. In addition to frequent ten-day courses, special courses and long courses of 20, 30, 45 and 60 days are offered for advanced students at long course centres like Dhamma Tapovan established for this purpose.

Short, courses in Anapana, the introductory part of the Vipassana technique, are courses offered for children in India and in other countries. The courses last for one to three days and serve children in two age groups: eight to eleven, and twelve to fifteen years.

All courses throughout the world are run solely on the basis of freely-offered donations. No fee charged: the courses are financed totally by donations from students who have completed a prior course and wish to share the benefits they themselves received by giving donation for the students who come after them. Neither the Teacher nor the assistant teachers receive remuneration; they and those who serve the courses volunteer their time. This practice is consistent with the pure tradition, whereby the teaching is to be offered freely, free from any taint of commercialism, and supported solely by donations stemming from the wholesome volitions of gratitude and generosity.

**A Non-Sectarian Technique :** Although Vipassana is a part of Buddha's teaching, it contains nothing of a sectarian nature, and can be accepted and applied by people of any background. The Buddha himself taught Dhamma (the way, the truth, the path). He did not call his followers "Buddhists"; he referred to them as "Dhammists" (those who follow the truth). The technique works on the basis that all human beings share the same problems, and a pragmatic method which can eradicate these problems can be universally practiced.

Vipassana courses are open to anyone sincerely wishing to learn the technique, irrespective of race, caste, faith or nationality. Hindus, Jains, Muslims, Sikhs, Buddhists, Christians, Jews as well as members of other religions have all successfully practiced Vipassana. The malady is universal; therefore, the remedy has to be universal. For example, when we experience anger, this anger is not Hindu anger or Christian anger, Chinese anger or American anger. Similarly, love and compassion are not the strict province of any community or creed: they are universal human qualities resulting from purity of mind. People from all backgrounds who practice Vipassana find that they become better human beings.

**The Present-day World Environment :** Developments in the fields of science and technology, in transportation, communications, agriculture and medicine, have revolutionized human life at the material level. But, in actuality, this progress is only superficial: underneath, modern men and women are living in conditions of great mental and emotional stress, even in developed and affluent countries.

The problems and conflicts arising out of racial, ethnic, sectarian and caste prejudices affect the citizens of every country. Poverty, warfare, weapons of mass destruction, disease, drug addiction, the threat of terrorism, epidemic, environmental devastation and the gen-

eral decline of moral values—all cast a dark shadow on the future of civilization. One need only glance at the front page of a daily newspaper to be reminded of the acute suffering and deep despair which afflict the inhabitants of our planet.

Is there a way out of these seemingly insolvable problems? The answer is unequivocally, yes. All over the world today, the winds of change are readily apparent. People everywhere are eager to find a method which can bring peace and harmony; restore confidence in the efficacy of wholesome human qualities; and create an environment of freedom and security from all types of exploitation—social, religious and economic. Vipassana can be such a method.

**Vipassana and Social Change :** The technique of Vipassana is a path leading to freedom from all suffering; it eradicates the craving, aversion and ignorance which are responsible for all our miseries. Those who practice it remove, little by little, the root causes of their suffering and steadily emerge from the darkness of former tensions to lead happy, healthy, productive lives. There are many examples bearing testimony to this fact.

Several experiments have been conducted at prisons in India. In 1975, S.N. Goenka conducted a historic course for 120 inmates at the Central Jail in Jaipur, the first such experiment in Indian penal history. This course was followed in 1976 by a course for senior police officers at the Government Police Academy in Jaipur. In 1977, a second course was held at the Jaipur Central Jail. These courses were the subject of several sociological studies conducted by the University of Rajasthan. In 1990 another course was organized in Jaipur Central Jail in which forty life-term convicts and ten jail officials participated with very positive results.

In 1991, a course for life-sentence prisoners was held at the Sabaramati Central Jail, Ahmedabad, and was the subject of a research project by the Dept. of Education, Gujarat Vidyapeeth.

The Rajasthan and Gujarat studies and indicated definite positive changes of attitude and behaviour in the participants, and demonstrate that Vipassana is a positive reform measure enabling criminals to become wholesome members of society.

In 1995, a massive course was organised for 1000 prisoners in Tihar jail with far-reaching effects. Vipassana was adopted as a prison reform technique in the largest jails of India. A detailed report of the scientific studies carried out to assess the impact of Vipassana meditation on the prisoner's mental health proves that Vipassana is capable of transforming criminals into better human beings.

The civil service career of S.N. Goenka's meditation teacher, Sayagi U Ba Khin, is an example of the transformative effect of Vipassana on government administration. Sayagi was the head of several government departments. He succeeded in instilling a heightened sense of duty, discipline and morality in the officials working under him by teaching them Vipassana medi-

tation. As a result, efficiency dramatically increased, and corruption was eliminated. Similarly, in the Home Department of the Government of Rajasthan, after several key officials attended Vipassana courses, decision-making and the disposal of cases were accelerated, and staff relations improved.

The Vipassana Research Institute has documented other examples of the positive impact of Vipassana in such fields as health, education, drug addiction, government, prisons and business management.

These experiments underscore the point that societal change must start with the individual. Social change cannot be brought about by mere sermons; discipline and virtuous conduct cannot be instilled in students simply through textbook lectures. Criminals will not become good citizens out of fear of punishment; neither can caste and sectarian discord be eliminated by punitive measures. History is replete with the failures of such attempts.

The individual is the key: he or she must be treated with love and compassion; he must be trained to improve himself—not by exhortations to follow moral precepts, but by being instilled with the authentic desire to change. He must be taught to explore himself, to initiate a process which can bring about transformation and lead to purification of mind. This is the only change which will be enduring.

Vipassana has the capacity to transform the human mind and character. It is an opportunity awaiting all who sincerely wish to make the effort.

(Courtesy : Ven. Bodhipal Bhikkhu)

## মহাস্থানগড়কে এক বছরের সার্ক

### কালচারাল সেন্টার করা হয়েছে

ঢাকা ১০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাস্থানগড় এখন এক বছরের জন্য সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) পক্ষ থেকে এটা করা হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা ও সাংস্কৃতিক রাজধানী বগুড়ার মহাস্থানগড়ে বছর ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী বছরের ২১শে জানুয়ারী তারিখে মহাস্থানগড়ে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা যোগ দেবেন। আসবেন সংস্কৃতি মন্ত্রীরাও। এর জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে যে ফেব্রুয়ারী মাসের অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও জাতীয় কবিতা উৎসবকেও এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে

আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে

অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

## পাত্র চাই/পাত্রী চাই

- ১। পাত্রী : বয়স ৩৮+, শিক্ষাগত যোগ্যতা : B.Sc & MCA, উচ্চতা ৬ ফুট, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830836385।
- ২। পাত্রী : সূত্রী, M.Sc. পাশ, উচ্চতা- বয়স-২৬, সোদপুর নিবাসী। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাকের এ্যাসি. ম্যানেজার, যোগাযোগ : 9433856958 / 8017657511।
- ৩। পাত্র : বয়স : ৩৩, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSc, Ph.D, উচ্চতা- যোগাযোগ : 9433573344, নিউব্যারাকপুর।
- ৪। পাত্রী : বয়স : ২৮ বৎসর, Osmania University-র MBA এবং TATA সংস্থায় কর্মরতা, সূত্রী, হায়দরাবাদ নিবাসী। যোগাযোগ : 07416134200
- ৫। পাত্র : স্নাতক, বয়স-২৭, পিতা- অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, বাসস্থান- শিলিগুড়ি, পেশা- চাকরী (বেসরকারী), মাসিক আয়- ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : 98327-96665, 96743-84781।
- ৬। পাত্র : স্নাতক, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত (ইলেকট্রিসিয়ান), বয়স ৩২, শিক্ষা- H.S. নিবাস- বেনাচিত্তি, দুর্গাপুর, যোগাযোগ : 9614128195।
- ৭। পাত্র : বি.টেক, বয়স-২৯, আই.ডি.বি.আই. ব্যাকের এ্যাসি : ম্যানেজার, উচ্চতা , নিবাস- কানপুর। ন্যূনতম স্নাতক, পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 07054841564, 07610505323
- ৮। পাত্র : বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015
- ৯। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ।
- ১০। পাত্র : ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, DVC-র জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830399341/8759017548।
- ১১। পাত্র : গড়িয়া নিবাসী, এম.কম, বয়স- ৩২, উচ্চতা- , ম্যানেজার জেনেপেক্ট ইন্ডিয়ায় কর্মরত (Finance & Accounting), যোগাযোগ : 033-24308164, 9836548282।
- ১২। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়, যের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।
- ১৩। পাত্র : দিল্লী এয়ারপোর্টের ডেপুটি ম্যানেজার, বয়স ৩২, স্নাতক এবং এয়ারপোর্ট টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা, যোগাযোগ : 09163934609 ইমেল subrotobarua@hotmail.com।
- ১৪। পাত্রী : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, বয়স- ৩৮ বৎসর, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420340686।
- ১৫। পাত্রী : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।
- ১৬। পাত্র : গড়িয়া নিবাসী, এডভোকেট, বি.এ., এল.এল.বি. (অনার্স) বয়স-৩২, উচ্চতা- ইঞ্চি, প্রথম বিবাহের ৫ মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। যোগাযোগ : 033-243088056, 9830017916, 9748281589।
- ১৭। পাত্রী : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।
- ১৮। পাত্র : হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।
- ১৯। পাত্রী : বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।
- ২০। পাত্রী : পানভেল-নিউবন্দে নিবাসী, স্নাতক, বয়স-২৭, সূত্রী। যোগাযোগ : 022-27459574, 09757009803।
- ২১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।
- ২২। পাত্র : মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বয়স : ৩৩, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 9007177808।
- ২৩। পাত্রী : MA পাশ, বয়স-২৫, সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 9433800412।
- ২৪। পাত্র : BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।
- ২৫। পাত্রী : রামপুর (মহেশতলা) নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স- ২৪+, সূত্রী, বি.এ., যোগাযোগ : 8981881225।
- ২৬। পাত্রী : ২২ বছর। উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতা- , Deaf & Dumb, সূত্রী। যোগাযোগ : 9874283561 / 8442909390।
- ২৭। পাত্রী : বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সূত্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।
- ২৮। পাত্র : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাকের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।
- ২৯। পাত্রী : মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।
- ৩০। পাত্রী : সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8902706047।
- ৩১। পাত্রী : দমদম নিবাসী, M.A., B.Ed., M.Ed., বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9830198441।
- ৩২। পাত্রী : টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।
- ৩৩। পাত্র : ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৯, উচ্চতা- , শিক্ষা : M.Tech (IIT-Guwahati); বর্তমানে Sikkim Manipal University-র Asst. Professor, যোগাযোগ : 9641327231
- ৩৪। পাত্র : বেহালা নিবাসী, LIC-তে কর্মরত। বয়স-৩৯, সূত্রী, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9051530515.

## চিনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই অরুণাচলে যাবেন দলাই লামা

২০১৭-র মার্চ মাসে অরুণাচল প্রদেশে যাওয়ার কথা তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামার। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই সফরের কথা ঘোষণা করা হয় অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে। তবে সম্প্রতি চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বেশ অবনতি হয়েছে—তার পরিপ্রেক্ষিতে দলাই লামার অরুণাচল সফর নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। কিন্তু এই ধোঁয়াশা কেটে যায় যখন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা ভারতের অতিথি। তিনি যখন খুশি দেশের যে কোনও প্রান্তে যেতে পারেন। তিনি আরও বলেন, অরুণাচল প্রদেশের বহু মানুষ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। দলাই লামা সে রাজ্যে গেলে অনেকেই তাঁর আশীর্বাদধন্য হওয়ার সুযোগ পাবেন। আগেও তিনি অরুণাচলে গিয়েছেন। এবারেও যাতে সেখানে গিয়ে তাঁর কোনও অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখবেন।

দলাই লামার মুখপাত্র তেনজিং তাকলা জানিয়েছেন, ধর্মগুরু অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। মার্চ মাসের শেষে দিকে তিনি সেখানে যাবেন। চিনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন এ ব্যাপারে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না।

### সংবাদ এক নজরে

□ খোদ রাজধানীর বুকেই এবার ক্ষয়ে যেতে বসেছে দুই হাজার বছরেরও পুরনো অশোকস্তম্ভ। বলা ভালো সম্রাট অশোকের খোদাই করা শিলা স্তম্ভগুলি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কীভাবে এই অশোকস্তম্ভে ক্ষয় ধরছে, তা ঠাहर করতে পারছে না আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তারাও। দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায় মৌর্য যুগের এই নিদর্শন—প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে টোপরা স্তম্ভ নামেও পরিচিত। তবে এ.এস.আইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এক কর্তা বলেন—‘বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। আমরা দ্রুত এর ব্যবস্থা নেব।’

□ কলকাতা ১৮ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু দিবসে কলকাতার মহাজাতি সদনে সংখ্যালঘু কমিশনের পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন ‘ভারতের সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারা সংখ্যালঘুদের অধিকার দিয়েছে। সংখ্যালঘুরা নিজেদের মত করে প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবেন। তিনি আরও বলেন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে—সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের মত সমান অধিকার পাবে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরাও দেশ গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারবেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও পার্সি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

□ কল্যাণী, ১১ ডিসেম্বর, বাবা সাহেব ড: বি. আর. আশ্বেদকরের ৬১-তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল নদিয়া জেলার চাকদার পালপড়া স্টেশনের নিকটস্থ আশ্বেদকর ভবনের ময়দানে। সেই সঙ্গে আশ্বেদকরের বই-এর একটি স্টলও করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইন্টারন্যাশনাল হরিটাদ মিশনের পালপড়া শাখার সদস্যরা।

অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছিল সকাল ১০টায়। উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ডঃ নীতিশ বিশ্বাস, হরিনকটার বি.ডি.ও কিশোর বিশ্বাস, তমলুকের ডেপুটি মেজিসস্ট্রেট খোকন চন্দ্র বালা, গয়েশপুর পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অরবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়াও মানবতাবাদী বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকরা আশ্বেদকরের কার্যাবলীর উপরে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রোতা ছাড়াও ২০০ সমাজসেবী উপস্থিত ছিলেন।

□ নভেম্বর চিনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই মঙ্গোলিয়া সফর করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা। তাঁকে গত ১৮ই নভেম্বর বিমানবন্দরে শুভেচ্ছা জানান মঙ্গোলিয়ার একাধিক প্রবীন ধর্মগুরু এবং সরকারি প্রতিনিধিরা। ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। এই বৌদ্ধ দেশের পক্ষে আগেই জানানো হয়েছিল, ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই দলাই লামা তাদের দেশে সফর করবেন। গত ১৯শে নভেম্বর সংবাদসংস্থা জানিয়েছেন দলাই লামা সে দেশের সবচেয়ে বড় মনাস্টি গাডের খেকদেন চোয়েলিং—এ গমন করেন এবং বক্তৃতাও দেন। সেখানে মঙ্গোলিয়ার বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

চিন তাঁর সফরের আগে মঙ্গোলিয়ার সরকারকে আবেদন করেন যে তারা যেন দলাইলামাকে সফরের অনুমতি না দেয়। চিনের হুঁশিয়ারির ফলে দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাবও পড়তে পারে এই আশংকা অনেকের।

□ রাজগির ২৭শে আগস্ট, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি এইদিন রাজগিরে ৪৫০ একর জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের কাজ শুরু করেন। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল রামনাথ কোবিদ, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, অধ্যাপক অরুণা সেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জর্জ ইয়েও। এই প্রথম সমাবর্তনও হয়। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত চিন্তাধারা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের পীঠস্থান হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কর্মধারাগণের নিকট আবেদন করেন।

### উৎসর্গ

ফেডারেশনের আজীবন সদস্য প্রয়াত প্রদীপ বড়ুয়ার

স্মৃতির স্মরণে—

ফেডারেশন বার্তার

এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করা হল—

শ্রীমতি মঞ্জু বড়ুয়া (সহধর্মিনী)

শ্রী কৌশিক বড়ুয়া (পুত্র)

বেদিয়াপাড়া, দমদম, কলকাতা-২৮

শুভেচ্ছা দান : ২ টাকা

সম্পাদক : শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরনী  
হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত